০৭নং (গ) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন

ক্রঃ নং	সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আগামী ০৩(তিন)বছর প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হবে।	কাজের/ধরণ/বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবয়নের হার	পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	অর্থ বছর=২০২৩-২০২৪	যুব প্রশিক্ষণ	৫০০ জন	১০০%	৩০০জন	২০০জন	৫০০জন
০২		যুব ঋণ প্রধান	৩০জন ৩০,০০,০০০/-	১০০%	৪০জন	২০জন	৬০জন
০৩		আত্নকর্মী তৈরী	১০০ জন	১০০%	৭০জন	৩০জন	১০০জন
০৪		যুব সংগঠন রেজিষ্ট্রেশন	০৩টি	১০০%	-----	-----	০৩টি
০৫		সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষন	০৪টি	১০০%	৫০জন	৫০জন	১০০জন

নং (০৩+০৪) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন

ক্রঃ নং	কাজের/ধরণ/বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন /বিবরণ	বাস্তবায়নের হার	পুরুষ	মহিলা	মোট	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন শুরু থেকে জুন/২১ পর্যন্ত			শুরু থেকে জুন/২১পর্যন্ত যুব ঋণ বিতরণকৃতও আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
								পুরুষ	মহিলা	মোট	-----------
০১	যুব প্রশিক্ষণ	৪০০	৪০০	১০০%	৭৫ জন	৩২৫ জন	৪০০ জন	৩৪৩২ জন	২৪৮৬ জন	৫৯১৮ জন	-----------
০২	যুব ঋণ প্রধান	৩০ জন ১৬,৫০,০০০/-	২৮ জন ১৩,৮৫,০০০/-	৯৪% ৮৪%	১৭ জন	১১ জন	২৮ জন	৯৫৭ জন	১২৫ জন	১০৮২ জন	২৩৬,৬৭০০০/- টাকা (বিতরণ) ১,৮৬,০৫,৭৮৫/- (আদায়কৃত)
০৩	আত্নকর্মী তৈরী	৪২	৩৬	৮৬%	২০	১৬	৩৬	১৮৯৪	১২৮০	৩১৭৪	
০৪	যুব সংগঠন রেজিষ্টেশন	০১টি	-------	০০%	---	---	---	------	------	----	০১টি রেজিষ্টেনকৃত
০৫	সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২টি	০২টি	১০০%	৪৫ জন	৩৫ জন	৮০ জন	৭৫ জন	৬৫ জন	১৪০ জন	-----------

০৫। বিশেষ কার্যক্রমঃ নারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন-০১ ব্যাচ, ২৫(পঁচিশ) জন, বিষয়ঃ-ব্লক বাটিক, মেয়াদ (০৭ দিন।

০৬ অন্যান্য কর্যক্রমঃ যুব সমাজকে উদ্বোদ্ব করণের মাধ্যমে কর্মমুখী করা, বেকারত্ব মোচনে যুবদের কল্যাণে কাজ করা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশিদারিতের জন্য তৈরী করা এবং সামাজিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করানো। সর্বপরি আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মকর্মী হিসাবে গড়ে তোলা।

০৮। সাফল্য গাঁথাঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় বিয়ানীবাজার, সিলেট কর্তৃক, যুব ঋণ আদায়, যুব ঋণ বিতরণ, লক্ষ্যমাত্রা আনুযায়ি প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মী সৃষ্টিসহ অন্যান্য কার্যক্রমে জেলার অন্যান্য উপজেলা হইতে অধিক হারে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জনবল সংকট থাকার পর ও প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ি প্রতি বছর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বিয়ানীবাজার, সিলেট সকল কার্যক্রম এগিয়ে থাকেন। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার কারণে অত্র উপজেলার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জেলা পর্যায়ে ও প্রধান কার্যালয় এখন পর্যন্ত সুনাম ধরে রেখেছে। করোনাকালীন সময়ে বিকল্প প্রচেষ্ঠায় সফলতার সহিত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। জেলা কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয় হতে অত্র কার্যালয় সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে ও আগামীতে আরও সুচারুভাবে দক্ষতার সহিত ও আন্তরিকতার সাথে চলমান ধারা অব্যাহত রাখার নির্দেশ প্রধান করা হলো।

০৯। ছবিঃ- অত্র কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থির চিত্রঃ

২৪। উপজেলা রিসোর্স সেন্টার

১. অফিসের নাম: উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যকে (শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্মবোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।) সামনে রেখে।

১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাডেমিক ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

২. মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করা।

৩. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্য মাত্রা:

১) বিদ্যালয়ে একাডেমিক তত্ত্বাবধান: ন্যূনতম ৬০ টি

২) মা ও অভিভাবক সমাবেশে অংশগ্রহণ: ন্যূনতম ৪ টি

৩) উঠান বৈঠক: ন্যূনতম ৪ টি

৪) প্রশিক্ষণ আয়োজন: কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত

৫) রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ

৪. নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে অর্জন সমূহ (সচিত্র ও বর্ণনামূলক): কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সরকারিভাবে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ ছিল এবং এখনও বন্ধ আছে (২২/০৬/২০২১)। ফলে একাডেমিক তত্ত্বাবধান, মা ও অভিভাবক সমাবেশে, উঠান বৈঠক করা সম্ভব হয়নি। নবনিযুক্ত ৩৪ জন সহকারি শিক্ষককে ১০ দিন ব্যাপী ইনডাকশন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

৫. ইনোভেশন/ বিশেষ কার্যক্রম: ১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ডাটাবেস তৈরি। ২. স্ব উদ্যোগে নব নিযুক্ত ১০২ জন সহকারি শিক্ষককে অন-লাইনে বিষয় ভিত্তিক এক দিনের অরিয়েনটেশন প্রদান।

৬. অন্যান্য কার্যক্রম: বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষন, নেপ কর্তৃক অন্তবর্তীকালীন পাঠ পরিকল্পনা সকল শিক্ষককে অবহিত করণ, গুগল মিট পরিচালনায় শিক্ষকদের সহায়তা।

৭. ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকলাপনা (আগামী ৩ বছর):

১) বিদ্যালয়ে একাডেমিক তত্ত্বাবধান: নুন্যতম ১৮০ টি

২) মা ও অভিভাবক সমাবেশে অংশগ্রহণ: নুন্যতম ১২ টি

৩) উঠান বৈঠক: নুন্যতম ১২ টি

৪) প্রশিক্ষণ আয়োজন: কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত যেমন: বিষয় ভিত্তিক বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাওবি,শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা, সংগীত, ইনডাকশন, মার্কার, প্রধান শিক্ষকদের লিডারশীপ, একাডেমিক সুপারভিশন, টিএসএন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

৫) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কাজ

৬) রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ

৮. সাফল্য গাথাঁ: গুগল মিট ব্যবহার করে নবনিযুক্ত শিক্ষকরা অন্তবর্তীকালীন পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৯. ছবি:

ইনডাকশন প্রশিক্ষণ:

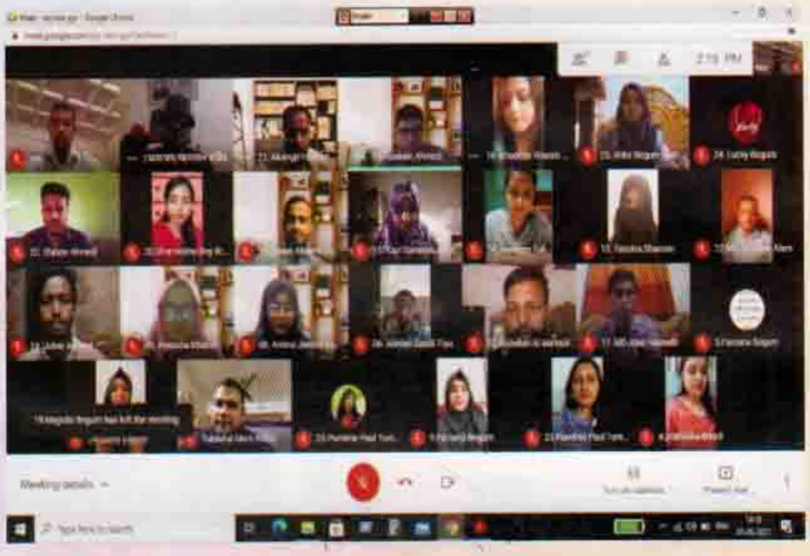

২৫। উপজেলা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন অফিস

১। পিডিএফ এর উদ্দেশ্যঃ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গরীব ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, মুলধন লিঙ্কেজ, নারীর ক্ষমতা উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও নারী পুরুষ সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ।

২। পিডিএফ এর লক্ষ্যঃ

পল্লী দারিদ্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য পল্লী এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারী পুরুষের সমতা বিকাশ সাধন করা। এই লক্ষ্যকে সাফল্যের পথে সম্পন্ন করার জন্যে পিডিএফ নিম্নলিখিত কর্মসূচী সম্পন্ন করে%o

* দারিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মাধ্যমে সমিতি গঠন।
* সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ এবং ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।
* ক্ষুদ্র উদ্দ্যোগতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
* শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকার ও আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুফলভোগীদের নেতৃত্বের বিকাশ করে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
* বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে দক্ষ্যতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

২৬। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

১। অফিসের নাম : পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

২। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে : আর্থ সামাজিক উন্নয়ন

৩। ২০২০-২১ অর্থ বছরের কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা :

সদস্য ভর্তি	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	সঞ্চয় আদায়
৮৪০	১১০০.০০	৭২০.০০	৫১.০০

৪। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বিপরীতে মুনাফা অর্জন সমূহ :

সদস্য ভর্তি	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	সঞ্চয় আদায়
৮৫০	৬৯৩.১২	৪৩৪.৮০	৩৫.০০

৫। ইনোভেশন/বিশেষ কার্যক্রম : কর্মসৃজন (লক্ষ টাকায়)

লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১১০.০০	১১৮. ০০

৬। অন্যান্য কার্যক্রম : (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ) লক্ষ টাকায়

লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
৪৪.০০	৪৩.০০

৭। ভবিষ্যত পরিকল্পনা (আগামী ৩ বছর) (লক্ষ টাকায়)

সদস্য ভর্তি		ঋণ বিতরণ		সঞ্চয়	
লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১৫০০জন	১৫০০জন	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০

৮। সাফল্যগাঁথা : সমিতি পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্টীর জীবন মান উন্নয়নে উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে ঋণ গ্রহণ করে অনেক সদস্য সাবলম্বী হয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

উপজেলা অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Upazilla Office)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

সিলেট জেলার অন্যান্য উপজেলার মত এই উপজেলাকেও বাল্যবিবাহ মুক্ত উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অফিস ব্যবস্থাপনায় গতানুগতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ডিজিটাল হাজিরা মেশিনে স্থাপন করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এই উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদান করছে। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন এবং জনগণরে দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার মানসে বিয়ানীবাজার উপজলো প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছ। সরকারি নির্দেশনা প্রচার, বাস্তবায়ন, জনগণের অনলাইন ভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তি র্সবসাধারণরে সাথে যোগাযোগরে জন্য "Uno Beanibazar Sylhet" নামে ফেসবুক পেইজ তরৈী করা হয়ছে। প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষপে গ্রহণ করা হয়ছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

বিয়ানীবাজার প্রবাসী অধ্যুষতি এলাকা। এখানে শিক্ষার হার পূর্বের তুলনায় অনেক ভাল। কুশিয়ারা এ উপজলোর প্রধান নদী। তাছাড়া সুরমা ও সুনাই নদী এ উপজেলায় প্রবাহিত হয়েছে । অসময়ে আকস্মিক বন্যাজনিত কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া এই উপজেলার অন্যতম সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি। তাছাড়া প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগও এই উপজেলার অন্যতম সমস্য। কুশিয়ারা নদীর পাড় ভাঙ্গনও একটি প্রকট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে যা রোধ করা অতি জরুরীও জনগুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সমস্যার মধ্যে স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কতিপয় কুসংস্কার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

বিয়ানীবাজার উপজলোকে মডলে উপজলোয় রূপান্তরতি করার প্রয়াসে তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল তরৈী। উপজলো পরষিদরে সবো সহজীকরণ, হয়রানীমুক্ত যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনার উন্নীতকরণ। সরকাররে লক্ষ্য ও উদ্দশ্যে র্অজন, ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী র্কমপরকিল্পনা বাস্তবায়নে এবং টেকসই উন্নয়নমূলক বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিণ প্রদান ও আন্ত:বিভাগীয় সমন্বয় সাধন। উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষি ভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন করা। সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ (সিডিএ) বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পরিকল্পিত পরিবার গঠন, শতভাগ শিশুদের টিকাদান কমসূচীর আওতায় আনা ইত্যাদি কার্যক্রম আরো কার্যকরভাবে মনিটরিং ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

২০২০-২১ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহরে গুণগত মান বৃদ্ধিসাধন।
- উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন।
- ভিক্ষুক মুক্ত করণরে লক্ষ্যে র্কাযক্রম জোরদার করা।
- বিয়ানীবাজার উপজেলায় শতভাগ ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা।
- বিয়ানীবাজার উপজলোর র্বজ্য ব্যবস্থাপনা জোরদার করে পরবিশে দূষণ রোধ করা।
- বিয়ানীবাজার উপজলোয় মন্ত্রপিরষিদ বিভাগের আওতায় ৪৫ দিনের মধ্যে আবশ্যকিভাবে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্প চলমান। এ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও সমন্বয় করা।
- সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- গৃহহীন পরিবারগুলোকে গৃহ নির্মাণ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা।
- বিয়ানীবাজার উপজেলায় বর্তমান সরকারের আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা।
- বিয়ানীবাজার উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু।

সেকশন ১

উপজেলা অফিসের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, সেবামুখী ও মানসম্মত জনমুখী প্রশাসন ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, উদ্ভাবনচর্চা ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দক্ষ, সেবামুখী ও মানসম্মত এবং সময়োপযোগী জনমুখী প্রশাসন গড়ে তোলা।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.৩.১ উপজেলা অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- ১. জনশৃংখলা ও জননিরাপত্তা সংহতকরণ।
- ২. 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে গৃহীত জনহিতকর কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- ৩. শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার।
- ৪. উপজেলা পর্যায়ে দপ্তরসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের কার্যকর সমন্বয়সাধন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।
- ৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- ১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
- ২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
- ৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

- ১. উপজেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ উপজেলার বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন।২. সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল নীতিমালা ও কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষন ও সমন্বয় সাধন।
- ৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ, জিআর, টিআর, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিডি, ভিজিএফ, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তাবয়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষন।
- ৪. ভূ-প্রকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষনসহ পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টি, বনায়ন বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করা এবং সার্বিক সমন্বয় সাধন ওপরিবীক্ষন।
- ৫. সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন কর্মসূচী, আমার বাড়ি আমার খামারসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান ও কার্যকর সমন্বয়সাধন।
- ৬. ভিক্ষুক পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষন।
- ৭. বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, যৌতুক গ্রহণ ইত্যাদি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ।
- ৮. স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা এবং এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
- ৯. সরাসরি জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গণশুনানি গ্রহণ এবং সমস্যার সমাধান।
- ১০. বিদেশগামী ব্যক্তিদের প্রতারণা ও হয়রানি প্রতিরোধ এবং মানব পাচার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রবাসী কল্যাণে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- ১১. সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদকের বিরুদ্ধে কার্যকরী জনসচেতনতা সৃষ্টি করা ও এ সংক্রান্ত কমিটিগুলো উজ্জীবিত করার মাধ্যমে এসব সমস্যা দূর করা।
- ১২. শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার মাধ্যমে দাপ্তরিক সচ্ছতা বৃদ্ধি ও জনগণের আস্থা অর্জন।

সেকশন ৩
কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
উপজেলা অফিসের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] জনশৃংখলা ও জননিরাপত্তা সংহতকরণ।	২০	[১.১] মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	[১.১.১] পরিচালিত মোবাইল কোর্ট	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	১	৪০	৪০	৪৮	৪৫	৪২	৪০	৩০	৪৮	৪৮
		[১.২] সুষ্ঠুভাবে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা	[১.২.১] পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকৃত	গড়	%	২	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	৯০	১০০	১০০
		[১.৩] উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠান	[১.৩.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার	গড়	%	২	৮৪	৮৫	৮৮	৮৭	৮৬	৮৫	৮০	৯০	৯৫
		[১.৪] চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক ঘটনা অবহিতকরণ	[১.৪.১] ৩ ঘন্টার মধ্যে গোচরে আনীত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৯	১০	১০
			[১.৪.২] ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণকৃত	গড়	%	১	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	৯০	১০০	১০০
		[১.৫] মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন	[১.৫.১] সভার সুপারিশ বাস্তবায়িত	গড়	%	১	৯০	৯৫	১০০	৯৮	৯৭	৯৫	৮৫	১০০	১০০
		[১.৬] নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন	[১.৬.১] সভার সুপারিশ বাস্তবায়িত	গড়	%	২	৯০	৯০	১০০	৯৫	৯২	৯০	৮৬	১০০	১০০
		[১.৭] যৌতুক নিরোধের লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন	[১.৭.১] সভার সুপারিশ বাস্তবায়িত	গড়	%	২	৯২	৯৫	১০০	৯৮	৯৭	৯৫	৮৫	১০০	১০০
		[১.৮] বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন	[১.৮.১] সভার সুপারিশ বাস্তবায়িত	গড়	%	১	৯৫	৯৫	১০০	৯৮	৯৭	৯৫	৮৫	১০০	১০০
		[১.৯] সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন	[১.৯.১] সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার	গড়	%	২	৮৪	৮৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০
		[১.১০] নারী ও শিশু পাচার রোধে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন	[১.১০.১] সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার	গড়	%	১	৯০	৯২	১০০	৯৫	৯৩	৯২	৮৫	১০০	১০০
		[১.১১] চোরাচালান প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন	[১.১১.১] সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার	গড়	%	২	৮৪	৮৫	৯০	৮৮	৮৬	৮৫	৮০	৯২	৯৫
		[১.১২] যৌন হয়রানি, জাল নোট ও ভেজাল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন	[১.১২.১] সভার সুপারিশ বাস্তবায়িত	গড়	%	১	৯০	৯০	৯৬	৯৫	৯২	৯০	৮৬	৯৮	৯৯

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
উপজেলা অফিসের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[২] 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে গৃহীত জনহিতকর কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১৭	[২.১] উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন	[২.১.১] উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন কার্যক্রম শেষে ম্যুরাল উদ্বোধন	সমষ্টি	সংখ্যা	৩			১						
		[২.২] উপজেলা পরিষদের প্রবেশদ্বারে "চেতনায় মুজিবুর" তোরণ নির্মাণ	[২.২.১] নির্মিত তোরণ	সমষ্টি	সংখ্যা	২			১						
		[২.৩] বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি	[২.৩.১] 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম	সমষ্টি	সংখ্যা (হাজার)	২			২০	১৮	১৫				
		[২.৪] ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ	[২.৪.১] গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচনে বিনা সুদে ঋণ বিতরণ	ক্রমপুঞ্জিভূত	টাকা (লক্ষ)	২			২৫	২২	২০				
		[২.৫] ভাতা কার্যক্রম	[২.৫.১] প্রতিবন্ধি ভাতা, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা বিতরণ কার্যক্রম	ক্রমপুঞ্জিভূত	বিতরণের হার	২	১০০	১০০	১০০						
		[২.৬] গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম	[২.৬.১] মুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ	সমষ্টি	পরিবারের সংখ্যা	২		১২	২০	১৭	১৫	১২	১০	২৫	৩০
			[২.৬.২] আশ্রয়ণ ২ প্রকল্পের যার জমি আছে ঘর নাই, তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি	সমষ্টি	পরিবারের সংখ্যা	২	২০	২০	২৫	২৩	২১	২০	১৮	৩০	৩০
			[২.৬.৩] যার জমিও নাই ঘরও নাই, তার জন্য আবাসন কার্যক্রম	সমষ্টি	পরিবারের সংখ্যা	২			৫০	৪৫	৪০			৬০	৬০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২১-২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
উপজেলা অফিসের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৩] শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার।	১৫	[৩.১] উপজেলা পর্যায়ে মা-সমাবেশ এবং শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র সমাবেশ আয়োজন	[৩.১.১] আয়োজনকৃত সমাবেশ	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	২	২৪	২৪	২৪	২৩	২২	২১	১৮	৩০	৩০
		[৩.২] প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালুকরণ	[৩.২.১] মিড ডে মিল চালুকরণ	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	২	১৫০	১৫০	১৫০	১৪০	১৩০	১২০	১০০	১৫০	১৫০
		[৩.৩] প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ওয়াশ ব্লক নির্মাণ	[৩.৩.১] নির্মাণকৃত ওয়াশ ব্লক	সমষ্টি	সংখ্যা	১	১০	১০	৪০	৩৫	২৫	২০	১৫	৫০	৫০
		[৩.৪] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দর্শন/পরিদর্শন	[৩.৪.১] পরিদর্শনকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	১	২০	২০	২৪	২২	২১	২০	১৮	২৪	২৪
			[৩.৪.২] সুপারিশ বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১	৮৫	৮৫	৯০	৮৮	৮৭	৮৫	৮০	৯০	৯০
		[৩.৫] মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের (ছেলে) ঝরে পড়া রোধ	[৩.৫.১] ঝরে পড়া রোধ	গড়	%	২	৩২	১৫	১০	১২	১৪	১৫	৩৫	১৮	১৫
		[৩.৬] বছরওয়ারি সুনির্দিষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন	[৩.৬.১] চালুকৃত মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	২	১০০	১২০	১৫০	১৪০	১৩০	১২০	১০০	২০০	২০০
		[৩.৭] উপজেলা ও ইউনিয়ন পোর্টালের ইউজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.৭.১] আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	সংখ্যা	১	১	১	৪	৩	২	১	০	৪	৪
		[৩.৮] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৩.৮.১] হালনাগাদকৃত তথ্য	গড়	%	২	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	৬০	১০০	১০০
		[৩.৯] ই মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন	[৩.৯.১] হালনাগাদকৃত মামলার তথ্য	গড়	%	১	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	৬০	১০০	১০০
[৪] উপজেলা পর্যায়ে দপ্তরসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের কার্যকর সমন্বয়সাধন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।	১৩	[৪.১] উপজেলা পরিষদের সভা অনুষ্ঠান	[৪.১.১] পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	গড়	%	২	৮৭	৯০	৯২	৯১	৯০	৯০	৮০	৯৫	৯৫
		[৪.২] বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন	[৪.২.১] পরিদর্শনকৃত প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	৩	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩০	৩৬	৩৬
		[৪.৩] এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় বিষয়ক সভা	[৪.৩.১] এনজিও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	গড়	%	২	৯০	৯০	৯৫	৯৪	৯২	৯০	৭৫	৯৬	৯৬
		[৪.৪] এনজিওদের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের পরিবীক্ষণ	[৪.৪.১] পরিবীক্ষণকৃত এনজিও	সমষ্টি	সংখ্যা	১	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১০	১২	১২
		[৪.৫] মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ কার্যক্রম তদারকি	[৪.৫.১] ভাতা বিতরণ কার্যক্রম তদারককৃত	গড়	%	২	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	৮০	১০০	১০০
		[৪.৬] সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	[৪.৬.১] পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্প	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১১	১২	১২

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২১-২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
উপজেলা অফিসের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৫] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ।	১০	[৫.১] ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সভা অনুষ্ঠান	[৫.১.১] সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	গড়	%	১	৯৪	৯৫	৯৮	৯৭	৯৬	৯৫	৯০	৯৯	১০০
		[৫.২] দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষণিক পরিদর্শন/দর্শন	[৫.২.১] পরিদর্শন/দর্শনকৃত	গড়	%	১	৯৩	৯৪	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৮৫	১০০	১০০
		[৫.৩] জিআর প্রদান	[৫.৩.১] প্রদানকৃত জিআর	গড়	%	১	৯৫	৯৫	১০০	৯৮	৯৬	৯৫	৮৫	১০০	১০০
		[৫.৪] ভিজিএফ প্রদান	[৫.৪.১] প্রদানকৃত ভিজিএফ	গড়	%	১	৯৫	৯৬	১০০	৯৮	৯৭	৯৬	৮৫	১০০	১০০
		[৫.৫] টেস্ট রিলিফ প্রদান	[৫.৫.১] প্রদানকৃত রিলিফ	গড়	%	১	৯৫	৯৬	১০০	৯৮	৯৭	৯৬	৮৫	১০০	১০০
		[৫.৬] গ্রামীন অবকাঠামো নির্মানের জন্য কাবিখা প্রকল্প বাস্তবায়ন	[৫.৬.১] নির্মিত রাস্তা	ক্রমপুঞ্জিভূত	কি.মি.	১	৪.৫০	৪.৬০	৫	৪.৯০	৪.৮০	৪.৬০	৩.৯০	৫.২০	৫.৫০
		[৫.৭] অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি	[৫.৭.১] নিয়োজিত শ্রমিক	সমষ্টি	সংখ্যা (লক্ষ)	১	০.০১৪	০.০১৫	০.০১৮	০.০১৭	০.০১৬	০.০১৫	০.০১১	০.০২২	০.০১৮
		[৫.৮] বৃক্ষরোপনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে বৃক্ষমেলা আয়োজন	[৫.৮.১] আয়োজিত মেলা	সমষ্টি	মেলার সংখ্যা	১	১	১	১	১	১	১	০	২	২
		[৫.৯] সামাজিক বনায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের চারা বিতরণ	[৫.৯.১] বিতরণকৃত চারা	সমষ্টি	সংখ্যা (হাজার)	১	১০	১৫	২০	১৮	১৭	১৫	১০	২০	২০
		[৫.১০] ভূমিকম্প ও বজ্রপাতের বিষয়ে সতর্কতামূলক প্রচারণা	[৫.১০.১] আয়োজিত ক্যাম্পেইন	সমষ্টি	সংখ্যা	১	২	২	২	২	২	২	১	৩	৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[১] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১১	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪						
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			১২	১১					
		[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩	২				
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩	২				
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩	২				
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩					

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৮	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	সমষ্টি	%	২			৮০	৭০	৬০	৫০			
		[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন	[২.২.১] ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগ চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	২			১৫.০২.২১	১৫.০৩.২১	১৫.০৪.২১	১৫.০৫.২১			
		[২.৩] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৩.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘন্টা	২			৪০	৩০	২০	১০			
			[২.৩.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	জনঘন্টা	১			৫	৪					
		[২.৪] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[২.৪.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			১						
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	সমষ্টি	%	১			১০০	৯০	৮০				
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	২			১০০	৯০	৮০				
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	সমষ্টি	%	২			৫০	৪০	৩০	২৫			
		[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরন	[৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	তারিখ	১			১৫.১২.২০	১৪.০১.২১	১৫.০২.২১				

চতুর্থ অধ্যায়

ডিজিটাল বাংলাদেশ, এসডিজি ২০৩০ ও ২০৪১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ, কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ২০০৮ সালে। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে, ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ 'ডিজিটাল বাংলাদেশে, পরিণত হবে। এই পরিকল্পনাটির মূল লক্ষ্য ছিল, একটি উন্নত দেশ, সমৃদ্ধ ডিজিটাল সমাজ, ডিজিটাল যুগের জনগোষ্ঠী, রূপান্তরিত উৎপাদন ব্যবস্থা, নতুন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি - সর্বোপরি একটি জ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক দেশ গঠন করা। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' একটি প্রত্যয়, একটি স্বপ্ন যার মূল লক্ষ্য হলো একুশ শতকে বাংলাদেশকে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" হিসেবে গড়ে তোলা এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে একটি তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর ও মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ, বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

বিগত ১২ বছরে দেশে একটি শক্তিশালী আইসিটি ব্যাকবোন তৈরি হয়েছে, যা গ্রাম এলাকা পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। দেশের ৩ হাজার ৮০০ ইউনিয়ন এখন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায়। ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য ইন্টারনেট নিশ্চিত করা হবে।

২০০৮ সালের ৫০ হাজারেরও কম কর্মসংস্থানের স্থলে গত ১২ বছরে ১৫ লাখের বেশিতে কর্মসংস্থান সৃষ্ঠি হয়েছে। ২০০৮ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল মাত্র ৫৬ লাখ আর তা এখন প্রায় ১২ কোটি। সরকারি ওয়েবসাইট ছিল মাত্র ৫০টিরও কম আর ২০২১ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় তথ্য বাতায়ন বাংলাদেশের, যেখানে সরকারি ওয়েবসাইটের সংখ্যা ৫১ হাজারেও বেশি। ২০০৮ সালে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বাজার ছিল ২৬ মিলিয়ন আর ২০২১ সালে তা এখন ১ বিলিয়ন ডলার।

আইসিটি ব্যাকবোন তৈরি হওয়ার কারণে করোনা মহামারিকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অফিস-আদালত, চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্যক্রম চালু রাখা সম্ভব হয়েছে। সরকার করোনা পোর্টাল, কোভিড ট্রেসার, কোভিড-১৯ ট্র্যাকার, ফুড ফর ন্যাশন ও হেলথ ফর ন্যাশনসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে করোনা মোকাবিলা করছে।

জনগণের দোরগোড়ায় সহজে, দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৪ হাজার ৫০১টি ইউনিয়নে একযোগে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধন করেন, যা বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) নামে সুপরিচিত। এ সেন্টার থেকে গ্রামীণ জনপদের মানুষ খুব সহজেই তাদের বাড়ির কাছে পরিচিত পরিবেশে জীবন ও জীবিকাভিত্তিক তথ্য ও প্রয়োজনীয় সেবা পাচ্ছে। শুরুতে ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রিক এর কার্যক্রম চালু হলেও বর্তমানে পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, গার্মেন্টিকর্মী ও প্রবাসী নাগরিকদের জন্য আলাদা ডিজিটাল সেন্টার চালু হয়েছে। এসব ডিজিটাল সেন্টার থেকে ২৭০টিরও বেশি ধরনের সরকারি-বেসরকারি সেবা জনগণ গ্রহণ করতে পারছে। ডিজিটাল সেন্টার সাধারণ মানুষের জীবনমান সহজ করার পাশাপাশি দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে দিয়েছে। মানুষ এখন বিশ্বাস করে, ঘরের কাছেই সব ধরনের সেবা পাওয়া সম্ভব। মানুষের এই বিশ্বাস অর্জন ডিজিটাল বাংলাদেশের পথচলায় সবচেয়ে বড় পাওয়া। কেবল স্থানীয় সেবাই নয়, প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি দক্ষ জনবল দেশে তৈরি হচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক পরিসরে ফ্রিল্যান্সিং করেও তরুণরা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। বর্তমানে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আয় ১০০ কোটি ডলারের বেশি এবং এ বছর তা ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

'তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা নয়, শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার,'এ স্লোগান সামনে রেখে দেশের সব মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো সহজ করে তুলতে এটুআইয়ের সহযোগিতায় কিশোর বাতায়ন, ও শিক্ষক বাতায়ন,- প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এ প্লাটফর্মগুলোর ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা বিভিন্ন অনলাইন কনটেন্ট থেকে নিত্যনতুন জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া 'মুক্তপাঠ, বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ ই-লার্নিং প্লাটফর্ম। যেখানে সাধারণ, কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ রয়েছে।

করোনার মহামারীর সময়েও দেশব্যাপী লকডাউনে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম যেন থেমে না যায়, সেজন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কারিগরি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে। যা সংসদ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্রচার করা হয়েছে। মহামারির সময়ে ৫ হাজার ৬৬৮টি অনলাইন ক্লাস প্রচারিত হয়েছে এবং আপতকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রমে ৫ হাজার ৮৬ জনেরও বেশি শিক্ষক যুক্ত রয়েছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নিয়মিত শ্রেণী কার্যক্রম এবং সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে কার্যকরী ও সহজ উপায়ে চলমান রাখতে `ভার্চুয়াল ক্লাস, প্লাটফর্ম চালু করা হয়েছে। এ প্লাটফর্মের মাধ্যমে লাইভ ক্লাস বা ট্রেনিং পরিচালনা, এডুকেশনাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট, মূল্যায়ন বা অ্যাসেসমেন্ট টুলস, মনিটরিং এবং সমন্বয় করার প্রযুক্তি যুক্ত রয়েছে।

বিচারিক কার্যক্রমের ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় বিচার বিভাগীয় বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে উচ্চ ও অধস্তন আদালতের সব কার্যক্রম নথিভুক্ত থাকবে। এছাড়া করোনাকালীন ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম প্লাটফর্মের মাধ্যমে ৮৭টি নিম্ন আদালতে বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ বিচার বিভাগের জন্য তৈরীকৃত এ প্লাটফর্মে একই সঙ্গে শুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি সুরক্ষিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২৭ হাজারের বেশি জামিন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ হাজারেরও বেশি জামিন শুনানির তারিখ নির্ধারণ এবং ১১ হাজারের বেশি ভার্চুয়াল শুনানি সম্পন্ন করা হয়েছে।

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ফলে দ্রুত দেশের যেকোনো প্রান্তে অর্থনৈতিক লেনদেনের সুবিধা সাধারণ মানুষের জীবনে স্বস্তি এনে দিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে স্টার্টআপ সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটেছে। নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সরকারি সহায়তা প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছে `স্টার্টআপ বাংলাদেশ, প্লাটফর্ম। এরই মধ্যে শতাধিক স্টার্টআপকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক এফ-কমার্সেরও বিস্তার ঘটেছে। এমনকি মূলধারার ব্যবসায়ীরাও প্রযুক্তির সহায়তা নিতে এফ-কমার্সমুখী হচ্ছেন। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বড় অগ্রগতি হচ্ছে নারীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে যুক্ত করা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নারী উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি বাড়ছে। ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) এর তথ্য মতে এখন দেশে প্রায় ২০ হাজার ফেসবুক পেজে কেনাকাটা চলছে। এর মধ্যে নারীরা ১২ হাজার পেজ চালাচ্ছেন। দেশের ই-কমার্স ব্যবসাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সরকার `একশপ,-এর উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে প্রান্তিক অঞ্চলের পণ্য উৎপাদনকারীরা কোনো মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই নিজেদের পণ্য বিক্রি করতে পারছেন।
কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে প্রযুক্তির ছোঁয়া কৃষকের জীবন বদলে দিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিগত সেবা কৃষি বাতায়ন ও কৃষক বন্ধু কলসেন্টার চালু করা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক সেবার জন্য কলসেন্টার হিসেবে কাজ করছে `কৃষক বন্ধু, (৩৩৩১ কলসেন্টার)। ফলে সহজেই কৃষকরা ঘরে বসে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

`কোভিড-১৯, মহামারী পরিস্থিতিতে মোকাবেলায় উন্নত দেশগুলো হিমশিম খাচ্ছিল, তখনও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন ডিজিটাল উদ্যোগ মানুষকে নতুন পথ দেখিয়েছে, প্রেরণা জুগিয়েছে। সরকারি অফিসগুলোয় চালুকৃত ই-নথি ব্যবস্থা সেবা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করেছে। করোনা মহামারীর সময়ে ৩০ লাখের অধিক ই-নথি সম্পন্ন হয়েছে। এতে সরকারি সেবা কার্যক্রম নাগরিকের কাছে আরো সহজে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

করোনা মহামারীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গ্রহণ করেছে বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান। প্রযুক্তির সহায়তায় করোনা সচেতনতা, বিভিন্ন দিকনির্দেশনা, স্বাস্থ্যসেবাসহ সব ধরনের সেবা দেশের কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা দ্রুত এই করোনা মহামারী নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি। জাতীয় হেল্প লাইন ৩৩৩-এর মতো একটি ফোনসেবার মাধ্যমে ত্রাণ পৌঁছে দেয়া, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, নিত্যপণ্য সরবরাহসহ সরকারি তথ্য ও সেবা প্রদান করে আসছে। করোনাভাইরাস-সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনীয় পরামর্শ, করোনা সম্পর্কিত সব সেবার হালনাগাদ তথ্যের জন্য করোনা পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কোটি মানুষকে করোনা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবাকে আরো ত্বরান্বিত করতে চালু করা হয়েছে স্পেশালাইজড টেলিহেলথ সেন্টার। পাশাপাশি গর্ভবতী ও মাতৃদুগ্ধদানকারী মা ও শিশুর নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে মা টেলিহেলথ সেন্টার সার্ভিস তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে লক্ষাধিক মা ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদেরও প্রবাস বন্ধু কলসেন্টারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর বাজার ব্যবস্থায় ফুড ফর নেশনের মতো প্লাটফর্মের মাধ্যমে সারা দেশের উদ্যোক্তাদের যুক্ত করা হয়েছে।

করোনা ট্রেসার বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো চিহ্নিতকরণের কাজ করা হয়েছে। এছাড়া গুজব ও অসত্য তথ্য রোধে দেশব্যাপী সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে ইন্টারনেটে শেয়ার, পরে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে।

`ফোর টায়ার ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার, প্রকল্পের আওতায় দেশে একটি সমন্বিত ও বিশ্বমানের ডাটা সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। ফলে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার ই-সেবা সংরক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ই-সেবাগুলোর সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে জনসেবা আরো উন্নত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। ইন্টারঅপারেবেলিটি সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) তৈরি করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ সরকারের জন্য `ই-গভ মাস্টার প্ল্যান, প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশের নয়টি পৌরসভা ও একটি সিটি করপোরেশনে ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিস সিস্টেম (ডিএমএসএস) উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবাগুলো অনলাইন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে ডিএমএসএস বাস্তবায়ন করা হবে। উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিশ্ববাজারে প্রবেশ উপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি তরুণ উদ্যোক্তাদের আরো উৎসাহিত করতে সরকার বিভিন্ন ধরনের স্টার্টআপ ফান্ড প্রদান করছে ।

হাই-টেক শিল্পের বিকাশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকার ৩৯টি হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করছে। এগুলো নির্মাণ সম্পন্ন হলে তিন লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করা হয়েছে। এরই মধ্যে চালুকৃত পাঁচটি পার্কে ১২০টি প্রতিষ্ঠান ৩২৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এবং আইটিতে দক্ষ ১৩ হাজারের অধিক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইওটি, রোবোটিকস, সাইবার সিকিউরিটির উচ্চ প্রযুক্তির ৩১টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন করা হবে। প্রযুক্তি ও জ্ঞাননির্ভর প্রজন্ম বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সব ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক, কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্যই হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিতকে আরো শক্তিশালী করা।

করোনাকালীন সময়ে সারা দেশের ১ লাখ ১০ হাজার গুরুত্বপূর্ণ স্থান গুগল ম্যাপ ও ওপেন স্ট্রিট ম্যাপে যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৫ হাজার হাসপাতাল, ১৬ হাজার ফার্মেসি এবং ২০ হাজার মুদি দোকান ও ৮৭০টি রাস্তা। সরকার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মোকাবেলায় বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দিয়েছে। এক যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশের কর্মযজ্ঞ শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং সেবা প্রদানের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর বিস্তৃতি ছড়িয়েছে বিশ্বজুড়ে। ২০১৭ সালে শুরু হওয়া সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সোমালিয়া, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, ফিজি, ফিলিপাইনস ও প্যারাগুয়ের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে এসডিজি, ওপেন গভর্নমেন্ট ডাটা, চেঞ্জ ল্যাবসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান এবং সেবা বা সিস্টেম আদান-প্রদান করা হচ্ছে। যেখানে পাঁচটি বেস্ট প্র্যাকটিস চিহ্নিত করা হয়েছে। বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো হচ্ছে ডিজিটাল সেন্টার, সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড, অ্যাম্পেথি ট্রেনিং, টিসিভি ও এসডিজি ট্রেকার। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হওয়া এসব ডিজিটাল কার্যক্রমের মডেল বিদেশের মাটিতেও বাস্তবায়িত হচ্ছে ।

বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ ও যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তের ফলে সাম্প্রতিক সময়গুলোয় বাংলাদেশ বৈশ্বিক তথ্যপ্রযুক্তি অঙ্গনে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে । আইটিইউ অ্যাওয়ার্ড, সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড, গার্টনার, এটিকারনিসহ বেশকিছু সম্মানজনক স্বীকৃতি এর উদাহরণ । তরুণ প্রজন্ম কেবল চাকরিমুখী না হয়ে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় নিজেরাই গড়ে তুলছে ছোট-বড় আইটি ফার্ম, ই-কমার্স সাইট, অ্যাপভিত্তিক সেবাসহ নানা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইটসহ কয়েকটি বড় প্রাপ্তি বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়।

এছাড়াও-

- বিগত এক দশকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নতি সাধন করেছে। এই উন্নতির ধারাবাহিকতায় ১৮ হাজার ৯৭৫ কি. মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন, ২ হাজার ৪ টি ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ওয়াইফাই রাউটার স্থাপন এবং ১ হাজার ৪৮৩ টি ইউনিয়নকে নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয়েছে।

- বর্তমানে ওয়েবসাইট বা ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের যেকোনো তথ্য ও দিকনির্দেশনা সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে।

- সরকারি সেবা ও তথ্য বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দেশে তৈরি করা হয়েছে বেশ কয়টি সরকারি মোবাইল হেল্পডেস্ক। এই মোবাইল হেল্পডেস্কগুলোর নির্দিষ্ট নম্বরে কল করার মাধ্যমে মানুষ সহজেই সরকারি তথ্য ও সেবা পাচ্ছে। এই সবগুলো নম্বর টোল ফ্রি সেবার আওতায় বর্তমানে বাংলাদেশে এমন বেশ কয়টি সরকারি হটলাইন নম্বর রয়েছে।

- বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। ফলে সরকারি কোনো বিশেষ ঘোষণা মোবাইল ফোনের ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে সরাসরি ঐ সকল ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের নিকট পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

- বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিকরা অনলাইনে আবেদন করে দেশের ৬৪টি জেলায় স্থাপিত ই-সেবা কেন্দ্র থেকে জমি-জমা সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলের সত্যায়িত অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারে। এই মোবাইল হেল্পডেস্কগুলোর নির্দিষ্ট নম্বরে কল করার মাধ্যমে নাগরিকরা সরকারি তথ্য ও সেবা পাচ্ছে।

- চিনিকলের ইক্ষু সরবরাহের অনুমতিপত্র বা পুর্জি স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে । এবং কৃষকরা বর্তমানে মোবাইলে তাদের পুর্জি পাচ্ছে।

- বাংলাদেশে অনলাইন বেচাকেনা ও ই-কমার্সের বিস্তৃতির কারণে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ই-কমার্স সাইট। যেগুলোর মাধ্যমে গ্রাহক সেবার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

- সকল শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক অনলাইনে সহজে প্রাপ্তির জন্য সরকারিভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ই-বুক প্ল্যাটফরম তৈরি হয়েছে। এতে ৩০০টি পাঠ্যপুস্তক ও ১০০টি সহায়ক পুস্তক রয়েছে।

- শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন অনলাইন শিক্ষামূলক প্ল্যাটফরম, যেগুলোর শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কর্মসংস্থানও তৈরি হচ্ছে।

- নাগরিকদের নিকট স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন স্থানে `টেলিমেডিসিন সেবাকেন্দ্র, গড়ে তুলেছে। সরকারি হাসপাতালসমূহের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যেকোনো তথ্য বা অভিযোগ মোবাইল ফোনে অথবা ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

- বাড়িতে বসেই এখন আয়কর দাতারা আয়করের হিসাব করতে পারেন এবং রিটার্ন তৈরি ও দাখিল করতে পারেন।

- পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, মোবাইল ব্যাংকিং, ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম ইত্যাদির মাধ্যমে বর্তমানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ তুলনামূলক সহজ ও দ্রুততর হয়েছে। ইন্টারনেট ও অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও টাকা স্থানান্তরিত করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের কিছু জনপ্রিয় মোবাইল ব্যাংকিং সেবা হলো- বিকাশ, রকেট, টি-ক্যাশ, নগদ, সিটি টাচ, ইউপে (Upay), Easy Cash।

- গ্রাহকরা বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস বিল অনলাইনে অথবা মোবাইল ফোনে পরিশোধ করতে পারেন।

- সকল পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ; স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন; পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন; চাকরির আবেদন; জন্ম নিবন্ধন; ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহারের ফলে এখন মানুষ ঘরে বসেই এসকল কাজ করতে পারছে এবং এ সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য জানতে পারছে।
- প্রায় সকল ট্রেন, বাস ও প্লেনের টিকিট অনলাইনে বা মোবাইলে সংগ্রহ করা যায় বলে আলাদা করে লাইনে দাঁড়িয়ে সংগ্রহ করতে হয় না।
- সরকারের বড় বড় উন্নয়নমূলক কাজে টেন্ডার নিয়োগের জন্য বর্তমানে 'ই-টেন্ডার, নামক বিশেষ ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করা হচ্ছে বলে এসকল কাজে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে।
- ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে প্রেরণ করা হয় বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১,। যার মাধ্যমে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান হয় ৫৭তম।
- সারাদেশে উন্নত ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ এবং বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশ বর্তমানে দুইটি সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে যুক্ত, যথাঃ SEA-ME-WE-4 ও SEA-ME-WE-5।
- ইন্টারনেটে বাংলায় তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদরা তৈরি করেছেন দেশের প্রথম নিজস্ব বাংলা সার্চ ইঞ্জিন 'পিপীলিকা, (www.pipilika.com)।
- সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদরা তৈরি করেছেন 'ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন, বা ইভিএম, যার মাধ্যমে কাগজ-কালি ছাড়া সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে ভোট গ্রহণ করা যাচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে ভোট গ্রহণ এবং ভোট শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফলাফল গণনা ও সংরক্ষণ করা যাচ্ছে।
- এস্তোনিয়াভিত্তিক 'ই-গভর্নেন্স একাডেমি ফাউন্ডেশন,-এর করা জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচকে বিশ্বের ১৬০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৮তম, যেখানে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ১ম।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) হলো ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। জাতিসংঘ লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন করেছে এবং "টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা, হিসেবে লক্ষ্যগুলোকে প্রচার করেছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা -কে প্রতিস্থাপন করেছে, যা ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। SDGs-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । ২৫-২৭সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক UN Sustainable Development Summit এ বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের আলোচনার মধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্মেলনের বিষয়বস্তু Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development।

২০১৬ থেকে ২০৩০ মেয়াদে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের উদ্দেশ্য হলো: দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিমান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যমান অর্জন, মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, নারীর সর্বজনীন ক্ষমতায়ন, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলাসহ সামুদ্রিক সম্পদ সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে আগের চেয়ে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। পরিবর্তনশীল বিশ্বে সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো ৬ বছর আগে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) স্থির করে। এতে বাংলাদেশসহ তিনটি দেশ তাদের আগের অবস্থান থেকে সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে।

এই তালিকায় বাংলাদেশ ছাড়া অপর দুটি দেশ হলো আফগানিস্তান ও আইভরি কোস্ট। জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন) সোমবার তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে তিন দেশের অগ্রগতির বিষয়টি উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১০ সালের পর থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এসব লক্ষ্য পূরণের পথে সবচেয়ে বেশি এগিয়েছে।

এবারের এসডিজি সূচকে বিশ্বের ১৬৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম। চার বছর আগে অর্থাৎ ২০১৭ সালের সূচকে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ১২০তম অবস্থানে। ২০১৫ সালের পর থেকে এসডিজি সূচকে স্কোরের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি এগিয়েছে বাংলাদেশ, আইভরি কোস্ট এবং আফগানিস্তান। এসডিজি সূচকে ১শ,র মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ৬৩.৫। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে এবারের সূচকে ভুটানের অবস্থা সবচেয়ে ভালো। ৬৯.৯৮ স্কোর নিয়ে দেশটির অবস্থান সূচকের ৭৫ নম্বরে। অপরদিকে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে আছে প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান। তালিকায় ভারতের অবস্থান ১২০ এবং স্কোর ৬০.০৭। অপরদিকে ৫৭.৭২ স্কোর নিয়ে পাকিস্তানের অবস্থান ১২৯তম।

Bangladesh

DIGITAL

অভীষ্ট-১

সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

৭ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১৪ টি সূচক

জাতীয় উচ্চ দারিদ্র্য রেখার নীচে বরবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাতের ভিত্তিতে জাতীয় দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। ধারাবাহিকভাবে ২০১০ সালে এ দারিদ্র্য ৩১.৫% নেমে আসে এবং ২০১৬ সালে ২৪.৩% নেমে আসে। সাম্প্রতিক প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০১৯ সালে এ দারিদ্র্য ২০.৫% হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, নিম্নদারিদ্র্য বা হতদারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর হার ১০.৫% নেমে এসেছে। দেশে জিডিপি.র প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে এসডিজি ১ এর মাইলফলক স্পর্শ করা সম্ভব হবে।

অভীষ্ট-২

ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

৮ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১৩ টি সূচক

অপুষ্টি রোধে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি সাধন করছে। অপুষ্টির শিকার জনগোষ্ঠীর হার ২০১৬ সালে ছিল ১৬.৪% এবং ২০১৭ সালে ছিল ১৪.৭%। তবে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বতা কমানোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৬-৯৭ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে খর্বকায় শিশুর হার ছিল ৬০%, ২০১৯ সালে তা ২৮% নেমে এসেছে। ২০০৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে কম ওজনের শিকার শিশুদের হার অর্ধেকে নেমে এসছে। ২০১৫ সাল হতে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছে। এ দুটি দলিল এসডিজি ২ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এসডিজি ২ অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে কার্যক্রম বাস্তবায়িত করছে।

অভীষ্ট-৩

সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

১৩ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ২৭ টি সূচক

দেশে মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে এবং দক্ষ ও স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে সন্তান প্রসবের সংখ্যাও বেড়েছে। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার ২০১৯ সালে প্রতি হাজারে ২৮ জনে নেমে এসেছে যেখানে ১৯৯৫ সালে ছিল ১২৫ জন। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যু রোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এইচআইভি, যক্ষা, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি রয়েছে। ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের বিবাহের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে ১৯৯৯ সালে প্রতি হাজারে এর সংখ্যা ছিল ১৪৪ জন ২০১৯ সালে তা ৮৩ জনে নেমে এসেছে। নারীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসার, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে এসডিজি ৩ বাস্তবায়নে ভালো অবস্থানে রয়েছে সরকার।

অভীষ্ট-৪

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষার নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

১০ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১১ টি সূচক

২০১৯ সালের বহুমাত্রিক গুচ্ছ জরিপ অনুযায়ী ২য় ও ৩য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা পঠনের ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে ২৫.৯% শিক্ষার্থী এবং অংক কষার ক্ষেত্রে ১৩% শিক্ষার্থী। এত অংশ নেয়া শিশুর ৭৪.৫% স্বাস্থ্য, শিখন ও মনোসামাজিক উন্নয়নে সঠিক পথে রয়েছে। তবে শহরাঞ্চলের শিশুদের এমন উন্নয়নের ধারা গ্রামাঞ্চলের শিশুদের তুলনায় বেশী। মেয়ে শিশুদের স্কুলগামিতা

বাড়াতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে সরকার যেমন-প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্য ও নগদ সহায়তা প্রদান, মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান। পূর্ণবয়স্ক স্বাক্ষরতার হার ২০০৫ সালে ৫৩% হতে ২০১৮ সালে ৭৪% উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে থাকা প্রায় ৪০ লক্ষ শিশুকে স্কুলে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন বাধা রয়েছে যেমন-জীবিকার তাগিদে শিশুশ্রমের শিকার, শারিরীক প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার, দুর্গম এলাকার শিশু, বস্তিতে বসবাসকারী শিশু, চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত পরিবারের শিশু। এ চ্যালেঞ্জগুলো নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সরকার।

5 GENDER EQUALITY

অভীষ্ট-৫

জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

৯ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১৪ টি সূচক

২০১৯ সালের বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ সূচকে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০ তম। রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে টানা পঞ্চমবার বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৪ লক্ষ ২০১৮ সালে তা ৮৭.৯০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির হার ছিল ৩৯%, ২০১৭ সালে তা ৬৭% উন্নীত হয়েছে। জাতীয় সংসদের ২১% সদস্য নারী এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নারী সদস্যদের অনুপাত ২৫% এর বেশী। জেন্ডার সমতা রক্ষায় বেশ কিছু মৌলিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে যেমন-নারীর প্রতি সহিংসতা, সুযোগের সমতার অভাব, বাল্য বিবাহ রোধ, নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন উৎসাহিতকরণ। এ ক্ষেত্রে সরকার বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

6 CLEAN WATER AND SANITATION

অভীষ্ট-৬

সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

৮ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১১ টি সূচক

২০১৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৪৭.৯% মানুষ নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ পরিষেবার সুযোগ পেয়েছে এবং ৯৮.৫% খানার সদস্যদের ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত উৎস থেকে সুপেয় পানি সংগ্রহের সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে। ৮৪.৬% খানার সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সেবা গ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। ৭৪.৮% খানার সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে। টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার জন্য পানির মানোন্নয়ন ও পানির বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা শহরের বুড়িগঙ্গা নদীর পানির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে হাজারিবাগের চামড়া শিল্প সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে। হালদা নদীর সংরক্ষণ সময়ের আবর্তনে পানি সংক্রান্ত বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে উদাহরণ হয়ে থাকবে।

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

অভীষ্ট-৭

সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

৫ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ৬ টি সূচক

সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লক্ষ্য হলো শতভাগ জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ৯২% মানুষকে বিদ্যুতের সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হওয়া বিদ্যুতের ৬৮.৮৪% উৎপাদিত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস হতে এবং বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি তেল দিয়ে ১৯.০৭% বিদ্যুত উৎপাদিত হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানি ব্যবহারের ২০% নবায়নযোগ্য উৎস হতে আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে নবায়নযোগ্য উৎস হতে জ্বালানি উৎপাদিত হতো ৩.১৫%।

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

অভীষ্ট-৮

সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

১২ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১৭ টি সূচক

স্থিতিশীল উচ্চ প্রবৃদ্ধির হাত ধরে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন আয় থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে সফলভাবে উন্নীত হয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে তিনটি সূচকেই ২০১৮ সালে মান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মাথাপিছু প্রকৃত গড় বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫.১% হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬.৯১% উন্নীত হয়েছে। তবে এখনও প্রায় ১২.৮০ লক্ষ শিশু বিভিন্ন ধরণের ঝুকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এ অভীষ্ট্য অর্জনে অনেকগুলো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেমন-নারীদের মধ্যে উচ্চ মাত্রার বেকারত্ব, ১৫-২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না থাকা, অনানুষ্ঠানিক চাকরির বাজার, দক্ষতার চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অসঙ্গতি, বাল্য বিবাহ, শ্রমিকদের অভিবাসনের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা। উক্ত চ্যালেঞ্জগুলো সমাধানে সরকার অনেক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

অভীষ্ট-৯

অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

৮ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১২ টি সূচক

দেশের জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে এর পরিমাণ ছিল ২২.৮৫% এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তা ২৪.২১% উন্নীত হয়েছে। তৈরি পোশাক, বস্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ঔষধ, চামড়া শিল্পগুলোর প্রবৃদ্ধি দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। বাংলাদেশ বর্তমানে ১৬০০ এর অধিক প্রকারের পণ্য রপ্তানি করে। সড়ক খাতের মহাপরিকল্পনায় অবকাঠামো সম্পদের মূল্য সংরক্ষণ, আন্ত:সংযোগ বাড়ানো ও সড়ক নিরাপত্তার উন্নয়ন এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশের টেলিযোগাযোগ পদ্ধতির আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা ১৫.৭৫ কোটি। ২০১৮ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফলভাবে প্রথম 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, উৎক্ষেপণ করে। দেশের প্রায় শতভাগ মানুষ টু-জি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। থ্রি-জি ও ফোর জি সংযোগের হার ৭৯% উন্নীত হয়েছে।

10 REDUCED INEQUALITIES

অভীষ্ট-১০

অন্তঃ ও আন্তঃ দেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

১০ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১১ টি সূচক

বাংলাদেশে ভোগের অসমতার তুলনায় আয়ের অসমতার মাত্রা অনেক বেশী। সময়ের সাথে সাথে আয় বৈষম্য বাড়লেও ভোগ বৈষম্য তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। ২০১৮ সালে বৈদশিক উন্নয়ন সহায়তা এসেছে ৬৩৬.৯০ কোটি মার্কন ডলার এবং সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে ৩৬১.৩৩ কোটি ডলার। অসমতা কমানোর লক্ষ্যে শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়িয়ে দেশের মোট জিডিপি,র ৩%, স্বাস্থ্য খাতে ১.২%সামাজিক সুরক্ষা খাতে ২.৩% উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সুশাসন জোরদার করা, ব্যবস্থাপনা ও সেবা সরবরাহের সক্ষমতা বাড়ানো, পিছিয়ে পড়া এলাকায় জরুরি সেবা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

অভীষ্ট-১১

অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

১০ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১৫ টি সূচক

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের সাথে সাথে বস্তির সংখ্যাও বেড়ে গেছে। বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও বস্তি এলাকায় মৌলিক পরিষেবাসমূহ পৌছে দিতে সরকার কাজ করছে। শহরের পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়গুলো দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশের মোট জনসমষ্টির প্রায় অর্ধেক শহরে বাস করবে। বর্তমানে শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের ৬০% ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী মহানগরে বাস করে। টেকসই নগর ও জনপদ গড়ে তোলার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা, পানি ও পয়:নিষ্কাশন পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

অভীষ্ট-১২

পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা

১১ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১৩ টি সূচক

গ্রামীণ পর্যায়ে খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ৫.৫%, ক্রয় ও প্রস্তুতকরণ পর্যায়ে অপচয় হয় ৩%, পরিবেশন পর্যায়ে অপচয় হয় ১.৪%, খাবারের থালায় অপচয় হয় ১.১%। ফসল উত্তোলন ও উত্তোলন পরবর্তী পর্যায়ে নষ্ট হয় প্রায় ১০%। শহরগুলোতে কঠিন বর্জ্য ও শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দূষণরোধে হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আধুনিক পরিচ্ছন্ন শহর গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। যশোর শহরে সমন্বিত ভাগাড় ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিদিনের বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে বায়োগ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদন করা হচ্ছে। সিলেট মহানগরীও সবুজ সার ধারণা প্রবর্তন করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় নাগরিক উদ্যোগে নগরীর বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে সার তৈরি করা হচ্ছে।

13 CLIMATE ACTION

অভীষ্ট-১৩

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

৫ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ৮ টি সূচক

দেশে নানা ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি লক্ষ মানুয়ের বিপরীতে মৃত্যুবরণ, নিখোঁজ ও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা প্রতি বছরই কমছে। বর্তমানে প্রতি লাখে এ সংখ্যা ১২,৮৮১ জন এবং ২০৩০ সালে এ সংখ্যা ১৫০০ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন প্রশমনে গৃহীত প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ স্ব-উদ্যোগে কার্বন নির্গমন ৫% কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় আরো ১৫% কমানোর বিষয়ে সম্মত হয়েছে। সরকার জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়াতে ২০১৮ সালে সবুজ জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে। এ তহবিল হতে পরিচ্ছন্ন রান্না কর্মসূচি, উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীদের অভিযোজন সক্ষমতা বাড়ানো এবং জলবায়ু অভিঘাত সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

14 LIFE BELOW WATER

অভীষ্ট-১৪

টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

৮ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১০ টি সূচক

বঙ্গোপসাগরের 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' অঞ্চলে চারটি এলাকা চিহ্নিত করে বাংলাদেশ সফলভাবে উপকূলীয় সংরক্ষিত এলাকার

আওতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। সমুদ্র সম্পদ সুরক্ষা, মাছ ধরার অবৈধ নৌযান বিতাড়িত করা, ইলিশের অভয়াশ্রম সুরক্ষায় তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রজনন নির্বিঘ্নে করতে যখন মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে তখন জেলে সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করা প্রয়োজন। সমুদ্রে মৎস্য আহরণ, গভীর সমুদ্রে জ্বালানিসহ অন্যান্য সম্পদের অনুসন্ধান, পর্যটন ও জাহাজ চলাচল কার্যক্রমে আরো বৃহত্তর সমন্বয়ের প্রয়োজন। মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণ করা, পরিমিত সম্পদ আহরণ নিশ্চিত, অবৈধ, অজ্ঞাত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ প্রতিরোধে আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।

15 LIFE ON LAND

অভীষ্ট-১৫

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা এবং ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

১২ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১৪ টি সূচক

বাংলাদেশের মোট ভূখন্ডের প্রায় অর্ধেক নিমজ্জিত ভূমি। জলাভূমি বাদে মোট আয়তনের ১৫% বনভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত। ২০৩০ সাল নাগাদ বনভূমির পরিমাণ ২০% উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সংরক্ষিত এলাকায় স্থলজ ও স্বাদুপানির জীব বৈচিত্র্যের অনুপাত ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এর পরিমাণ ছিল ১.৭%, ২০১৮ সালে তা ৩% উন্নীত হয়েছে এবং ২০৩০ সালে তা ৫% উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৪ সালে দেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে শকুনের জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন করেছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গাছ কাটায় নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ২০২২ সাল পর্যন্ত বাগানো হয়েছে।

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

অভীষ্ট-১৬

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

১২ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ২৩ টি সূচক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এই অভীষ্ট্য অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টার পরিচয় বহন করে। দেশে পরিকল্পিত হত্যাকান্ড ও মানব পাচারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সরকারি দপ্তরগুলোতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সিটিজেন চার্টার, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

অভীষ্ট-১৭

টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা

১৯ টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ২৫ টি সূচক

জিডিপির অনুপাতে যে মাত্রায় প্রয়োজনীয় সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছিল, সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে রাজস্ব প্রাপ্তি তার চেয়ে বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব বাড়ানোর জন্য সরকার করদাতার সংখ্যা বাগানোর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসডিজির অর্জন অনেকাংশে বহি:উৎসসহ বিভিন্ন সম্পদের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করবে। বহি:উৎস এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সময়োপযোগী ও পর্যাপ্ত সহায়তা একান্ত আবশ্যক। বাণিজ্য ও ব্যক্তিখাতের উন্নয়ন, স্বচ্ছতা বাড়ানো, আন্তর্জাতিক মানদন্ড অর্জন, সরবরাহকারী, মধ্যস্বত্বভোগী ও বহুমাত্রিক কর্মকুশলতা নিশ্চিত করা, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা চিহ্নিতকরণ, কর ফাকি ও কর পরিহার রোধকল্পে এ সহায়তা একান্ত প্রয়োজন।

ভিশন ২০৪১

রূপকল্প ২০৪১ বা বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে গড়ে তোলার জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা। ২০২২ থেকে ২০৪৪ সাল-এই বাইশ বছরের কৌশলগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বাংলাদেশের লক্ষ্য শিল্পায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন। বাংলাদেশ থেকে রফতানি বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের প্রসারকে উৎসাহ দেয়া রূপকল্প ২০৪১ -এর উদ্দেশ্য।

ভিশন ২০৪১ এর উদ্দেশ্য:

- মাথাপিছু আয়, ১২,৫০০ ডলার (২০৪১ সালের মূল্যমানে ১৬,০০০ ডলারের বেশি)।
- দারিদ্র্য দূরীকরণ।
- ২০৩১ অবধি ৯% জিডিপি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা।
- বিনিয়োগ / জিডিপি অনুপাত ৪৬.৯ শতাংশে বৃদ্ধি করা।
- রাজস্ব কর জিডিপির ১৫% পর্যন্ত বাড়ানো ও রফতানি বৈচিত্র্য অর্জন।
- রফতানি আয় ৩০০ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি করা।
- গড় আয়ু বাড়িয়ে ৮০ বছর করা।
- মোট জনসংখ্যার ৭৫% কে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।
- ২০৩১ সালের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার ১০০% এ বৃদ্ধি করা।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১% এরও নিচে নামিয়ে আনা।
- কার্যকর কর এবং ব্যয়ের নীতিমালা কার্যকর করা।
- অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ।

ক্ষেত্র	২০২১	২০৪১
জিডিপি (ডলার)	৩৪৮ বিলিয়ন	২,৫৮০ বিলিয়ন
মাথাপিছু আয় (ডলার)	২,০৬৫	১৬,০০০
বিনিয়োগ-থেকে-জিডিপি	৩৪.৪%	৪৬.৯%
এফডিআই	$৯.৫৬ বিলিয়িন	$১৫৩ বিলিয়ন
রফতানি	$ ৪৭ বিলিয়ন	$ ৩০০ বিলিয়ন
ইনফ্রা বিনিয়োগ	$ ১৯০ বিলিয়ন	$ ১১৫০ বিলিয়ন

`প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১,এর ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি প্রধান অভীষ্ট:

১. ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ ডলারের বেশি;

২. বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা।

দারিদ্র্যশূন্য দেশ:

রূপকল্প ২০৪১ : একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতি অভিমুখে, মূলত জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন `দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা,।

এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে আগামী দু,দশকে `মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি),-এর গড় প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৯.০২ শতাংশ হারে। প্রবৃদ্ধির এ পথ ধরে ২০৩১ সালের বাংলাদেশ হবে একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ।

তখন মাথাপিছু জাতীয় আয় হবে ৩,২৭১ ডলার। আর ২০৪১ সালের বাংলাদেশে সম্ভাব্য জনসংখ্যা হবে একুশ কোটি তিন লাখ। যাদের মাথাপিছু আয় হবে ন্যূনতম ১২৫০০ ডলার। চরম দরিদ্র লোক, যাদের দৈনিক আয় থাকবে ২.১৬ ডলারের কম এমন লোকের সংখ্যা কমিয়ে আনা হবে ০.৬৮ শতাংশে। আর দরিদ্র লোক, যাদের দৈনিক আয় থাকবে ৩.২০ ডলার, এমন লোকের সংখ্যা হবে ২.৫৯ শতাংশ।

এ লক্ষ্যে রফতানিমুখী শিল্পায়ন, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নগরের বিস্তার, দক্ষ জ্বালানি ও অবকাঠামো, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ইত্যাদি কৌশলগত কাজ করার অঙ্গীকার করে সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

সুশাসন নিশ্চিতকরণ:

এ প্রত্যয়টি দাঁড়িয়ে আছে সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং সক্ষমতা অর্জন-এ চারটি মৌলিক ভিত্তির ওপর। `রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত মান উন্নত, করাকে দেখা হচ্ছে মূল চ্যালেঞ্জ হিসেবে। রূপকল্প ২০৪১-এ ঠিক তেমনই আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। বিচারব্যবস্থা নিয়ে বলা হয়েছে, `স্বাধীনভাবে, সততা ও দক্ষতা,র সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবেই দেশে অর্জিত হতে পারে সুশাসন, বৈষম্যহীন উন্নয়ন।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা:

আগামী দু,দশক ধরে `সামষ্টিক অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিয়ামক, যেমন: প্রকৃত খাত (জিডিপি, মুদ্রাস্ফীতি, বিনিয়োগ, জনসংখ্যা ইত্যাদি), আর্থিক খাত (রাজস্ব আদায়, উন্নয়ন ব্যয়),ঋণসংশ্লিষ্ট (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণপ্রবাহ), বহিঃস্থ অর্থনীতি (রেমিটেন্স প্রবাহ, আমদানি-রফতানি, বিনিময় হার, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স), মুদ্রাসংশ্লিষ্ট (ব্রড মানি, নিট সম্পদ) এসবের বছরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ করের বর্তমান অবদান মাত্র ৩০ শতাংশ। ২০৪১ সাল নাগাদ তা ৫০ শতাংশে উন্নীত করতে ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তোলা হবে। ২০৪১ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ হবে জিডিপির ৪৬.৮৮ শতাংশ, যা বর্তমানে আছে ৩২.৭৬ শতাংশ। রফতানি আয় ২০২১ সালের কাঙ্ক্ষিত ৫০ বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ২০৪১ সালে করতে হবে ৩০০ বিলিয়ন ডলার।

মানবসম্পদ উন্নয়ন:

আগামী দিনের শ্রমবাজার হবে দক্ষতানির্ভর। তাই দ্রুত পরিবর্তনশীল আগামীর শ্রমবাজারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সমাজের আয়বৈষম্য (পালমা অনুপাত) কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ঋণবাজারের উন্নয়ন, সম্পদের সুষম বণ্টন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বৃদ্ধিকরণই হবে আগামী দিনের অন্যতম করণীয়।

ইউএনডিপির ২০১৯ সালের প্রতিবেদন মোতাবেক `মানবসম্পদ উন্নয়ন, সূচকে ০.৬১৪ স্কোর নিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৫তম। এ সূচকের উত্তরণ ঘটানো অত্যাবশ্যক। `মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন এবং জনমিতিক লভ্যাংশ আহরণ, প্রতিষ্ঠা করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার-এসবের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধিকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ২০১৮ সালে ছিল জিডিপির মাত্র যথাক্রমে ২.০ ও ০.৭৫ শতাংশ, ২০৪১ সালে এ ব্যয় যথাক্রমে ৪.০ ও ২.০ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

উন্নত দেশগুলোয় জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান ৭০-৮০ শতাংশ। ২০১৯ সমাপ্ত অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান ছিল মাত্র ৫১.৮২ শতাংশ। উন্নতির পথে আমাদের অর্থনীতির রূপান্তর হবে কৃষি থেকে শিল্প খাতে। এ জন্য দরকার হবে

আন্তঃসম্পর্কিত বাণিজ্য ও শিল্পনীতির সমন্বিত প্রয়োগ। এ লক্ষ্যে `একটি ভবিষ্যদ্বাদী বিশ্বব্যবস্থায় শিল্পায়ন, রফতানি বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান, এর অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, শ্রমশক্তির দক্ষতা মান উন্নয়ন, উৎপাদনের সব পর্যায়ে উদ্ভাবন বিস্তারে গবেষণা, ব্যবসার পরিবেশের উন্নতিকরণ, পিপিপির মাধ্যমে অর্থের জোগান, জলবায়ু সহিষ্ণুতা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

টেকসই বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিঃ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে । ২০১০ সালের ৫৮২৩ মেগাওয়াট উৎপাদন ২০১৯ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৯৬১ মেগাওয়াটে। আগামী দিনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাবে । ২০৪১ সালে বাংলাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা হবে ৫১,০০০ মেগাওয়াট।

`একটি উচ্চ আয় দেশের জন্য টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, শীর্ষক পরিকল্পনা ও কৌশল মোতাবেক সে বছর ৫৬,৭৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে বাংলাদেশ। এ সময়ে বিদ্যুৎ খাতে যুক্ত হবে পারমাণবিক প্রযুক্তি। ২০৪১ সালে জ্বালানি বিন্যাস হবে ৩৫ শতাংশ গ্যাস, ৩৫ শতাংশ কয়লা, ১২ শতাংশ পারমাণবিক, ১ শতাংশ তরল তেল এবং ১ শতাংশ জলীয়। বাকি ১৬ শতাংশ করতে হবে আমদানি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারঃ

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা `বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ সাফল্যের, কথা তুলে ধরেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে অর্জিত হয়েছে `ডিজিটাল বাংলাদেশ,। এরই ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সাল নাগাদ একটি `আইসিটি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা লালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি সৃজন,-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানের `নাগরিকের আইসিটি অভিগম্যতা,র স্কোর ৩৫.৭ থেকে বাড়িয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ ৮৫-তে উন্নীত করার মাধ্যমে বিশ্বে ২০তম স্থান অর্জনের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

অব্যাহত দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণঃ

নগর যোগাযোগ ব্যবস্থায় এমআরটি ও মেট্রোরেলের সংযোগ, মহাসড়ক করিডোরের বর্তমানের গড় গতি ২৫-৩০ কিমি./ঘণ্টা থেকে ৮০-১০০ কিমি./ঘণ্টায় উন্নীতকরণ, সব রেললাইনকে ব্রডগেজ সিস্টেমে উন্নীতকরণ ও আধুনিক ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপন, জাহাজের `নোঙর দিবস, ও `গ্যাংশিফট,-এর উন্নয়ন, ড্রেজিং, নদীশাসন ও বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে নাব্যতার উন্নতিসাধন, বিমানবন্দরে অতিরিক্ত রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে স্থাপন, মহাসড়ক ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে মাশুল আদায় ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে আগামী দু,দশক ধরে। আগামী দিনে রফতানি ভাণ্ডারে বৈচিত্র্য আনার জন্য দরকার হবে ভারী যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির। দরকার হবে উৎপাদিত পণ্যের দ্রুত ও সময়মতো অন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃবাংলাদেশ যোগাযোগ।

নগরায়ণ, টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ু সহিষ্ণু জাতি বিনির্মাণ এবং সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা উন্মোচনঃ

উচ্চ অর্থনৈতিক ঘনত্বের কারণে শহরাঞ্চলসমূহই প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি। উন্নত দেশের মতো আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশেও মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ লোক শহরে বাস করবে। সরকার `আমার গ্রাম আমার শহর, নীতির অধীন গ্রামাঞ্চলে শহরের সব সুবিধা প্রসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ঢাকাকেন্দ্রিক নগরায়ণের পরিবর্তে অনেক নগরকেন্দ্রের সুষম উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নগরের বায়ুর মান, গণপরিবহন, ট্রাফিক, পয়ঃনিষ্কাশন, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বৃদ্ধি করা হবে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ।

জোয়ারের স্ফীতি, লবণাক্ততা, বন্যা, নদীভাঙন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের নিয়মিত বৈশিষ্ট্য, যা উন্নয়নের অন্তরায়। প্রণীত `ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০,-এর আওতায় সুনীল অর্থনৈতিক সম্পদ (মৎস্য, সি-উইড, খনিজসম্পদ) আহরণ করতে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। রূপকল্প ২০৪১ মূলত এক সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ অর্জনে সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের একটি কৌশলগত বিবৃতি এবং তা বাস্তবায়নের একটি সুচিন্তিত পথ-নকশা,। এই `পথ-নকশা,র পথ ধরেই ২০৪১ সালে অর্জিত হবে জাতির পিতার `স্বপ্নের সোনার বাংলা,।

পঞ্চম অধ্যায়

অব্যাহত অগ্রযাত্রা

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ যে সাফল্য দেখিয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন লালিত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে এগিয়ে যাবার জন্য দেশ আজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এই প্রেরণাদায়ী উন্নয়ন পথে বাংলাদেশকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে প্রয়োজন সঠিক কৌশল, নীতি ও কর্মসূচি। সামনে পাহাড়সম সমস্যা থাকলেও তা অলঙ্ঘনীয় নয়। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়েছে, এর উপর দাড়িয়ে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের একটি পথ নকশা তৈরি করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ এর অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের উন্নয়ন সাফল্য প্রমাণ করেছে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, শক্তিশালী পরিকল্পনা কৌশল এবং নিবেদিত প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেয়া যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অব্যাহত, বলিষ্ঠ ও অবিচল নীতি, নেতৃত্বে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের আলোকচিত্র।

শিকারপুর কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন

কাকুরায় গৃহহীন পরিবারের জন্য নির্মিত ঘর পরিদর্শন

সুতারকান্দি স্থলবন্দর পরিদর্শন

পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বাধ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বাধ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বাধ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

করতি খাল খনন ও স্লুইচ গেট পরিদর্শন

উন্নয়ন মেলা: স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

উন্নয়ন মেলা: স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

উন্নয়ন মেলা: স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

উন্নয়ন মেলা: স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

উন্নয়ন মেলা: স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

উন্নয়ন মেলা: স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

উন্নয়ন মেলা: স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

গৃহহীনদের জন্য নির্মিত ঘর পরিদর্শন

গৃহহীনদের জন্য নির্মিত ঘর পরিদর্শন

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ পরিদর্শন

৩৩৩ এর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ

করোনা কমিটির সভা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের নগদ অর্থ বিতরণ